বুলেটিন / শুক্রবার / মে ১৩, ২০২২

আপনি কি পড়তে ভালোবাসেন, কিন্তু জীবনের ব্যস্ততার কারনে আপনার পড়ার সময় নাই।

এই বাস্তবতাকে সামনে রেখে আমাদের এই ই-মেইল সিরিজ

‘পাঁচ মিনিটের পড়া’।

‘পাঁচ মিনিটের পড়া’ ই-মেইলের উদ্দেশ্যঃ

- **বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ইসলামী লেখকের সাথে পরিচয় করানো।**
- **ব্যস্ততাকে সামনে রেখে বিভিন্ন পুস্তক ও প্রবন্ধ থেকে চুম্বক কিছু অংশ সদস্যদের কাছে নিয়মিত পাঠানো যা পড়তে পাঁচ মিনিটের বেশী সময় লাগবে না।**
- **এর মাধ্যমে, ইনশাল্লাহ, আপনি পরিচিত হবেন নতুন লেখক, তাদের বই ও লেখার সুত্রগুলোর সাথে।**

‘পাঁচ মিনিটের পড়া’ এই ইমেইলগুলো আশাকরি সকলের ভাল লাগবে।

আমাদের সাথে থাকুন!

ইমেইলগুলো ভাল লাগলে আপনার পরিচিতদের কাছে পাঠান এবং

"পাঁচ মিনিটের পড়া" ই-মেইল গ্রুপে 'সাইন-আপ' করতে উৎসাহিত করুন।

'সাইন-আপ' ফরমের লিংকঃ

https://conta.cc/3L8sV0k

يٰٓاَيُّهَا الْاِنْسَانُ اِنَّكَ كَادِحٌ اِلٰى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلٰقِيْهِ ۚ

হে মানুষ! তুমি কঠোর পরিশ্রম করতে করতে তোমার রবের দিকে এগিয়ে যাচ্ছো, পরে তাঁর সাথে সাক্ষাত করবে।

(আল-ইনশিকাক / আয়াত ৬)

অর্থাৎ দুনিয়ায় আমরা যা কিছু কষ্ট সাধনা প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছি, সে সম্পর্কে মনে হতে পারো যে, তা কেবল দুনিয়ার জীবন পর্যন্ত সীমাবদ্ধ এবং দুনিয়াবী স্বার্থ লাভ করাই তার উদ্দেশ্য। কিন্তু আসলে আমরা সচেতন বা অচেতনভাবে নিজের রবের দিকেই এগিয়ে যাচ্ছি এবং অবশেষে আমাদেরকে তাঁর কাছেই পৌঁছতে হবে।

মানুষ এই দুনিয়ায় কঠিন পরিশ্রম করে যাচ্ছে, তার দ্বায়িত্ব পালন করছে এবং মানুষিক এবং শারীরিকভাবে তার বল প্রয়োগ করে যাচ্ছে।

এসবই সে করছে দিনের শেষে আল্লাহর দরবারে ফিরে যাওয়ার জন্য, যেমনটি অন্যান্য সৃষ্টি করে থাকে।

মানুষ তার এই পরিশ্রমটাকে আনন্দের সাথে উপভোগ করছে! এই দুনিয়ায় কিছুই কষ্ট করা ছাড়া সহজে এসে ধরা দেয় না। যদি কোন সময় এমন হয়ে থাকে যে শারীরিক পরিশ্রম দরকার হয় না তাহলে সেখানে অবশ্যই কিছু মানুষিক আবেগ কাজে লাগাতে হয়।

এই দুনিয়ায় ধনী এবং গরীব একই রকম, যদিও তাদের পরিশ্রমের ধরন এবং আকারের ভিন্নতা রয়েছে।

দুনিয়ার জীবনে কঠোর পরিশ্রমটাই হচ্ছে সবকিছুর উর্ধে সেটাই আমাদের বার বার মনে করিয়ে দেয়।

কিন্ত যখন আমরা আমাদের প্রভুর সাথে মিলিত হবো, তখন আমাদের দুই ভাগে ভাগ করা হবেঃ

একজন কষ্ট স্বীকার করবে এই দুনিয়ার কষ্টের তুলনায় আরও অনেক বেশী এবং অন্য আরেকটি দল যারা তাদের আত্মসমর্পন এবং আনুগত্য দেখিয়েছেন আল্লাহর সামনে, তারা তখন এমন বিশ্রামে থাকবে যে দুনিয়ার এই পরিশ্রমের কথা ভুলে যাবে।

সুত্রঃ In the Shade of Al-Quran by Syed Qutub / Tafhimul Quran / ভাবানুবাদ; ফাতিমা বিনতে আযাদ

“তুমি যেখানেই থাকো না কেন আল্লাহকে ভয় করো। একটি খারাপ কাজকে একটি ভালো কাজের সাথে অনুসরন করো, ভালো কাজটি খারাপ কাজকে মুছে ফেলবে। এবং মানুষের সাথে আচরনের ক্ষেত্রে ভালো আচরন করো। “

(তিরমিযি)

ইবনে রাজিব এই হাদীসের মন্তব্যে বলেনঃ ভালো ব্যাবহার করা হচ্ছে তাকওয়ার বৈশিষ্ট। আল্লাহ ভীতি ভালো ব্যাবহার ছাড়া পরিপূর্ণ হয় না।

অনেকে ভাবে যে আল্লাহ ভীতি হচ্ছে “আল্লাহর অধিকার”- এক্ষেত্রে পরিপূর্ণভাবে “মানুষের অধিকার” পালন করা প্রয়োজনের কথা কেন।

তাই, রসূল (সাঃ) এই হাদিসে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন যে, “আল্লাহ্‌র ভয়”-এর সাথে মানুষের সাথে সদয় আচরন ও লেনদেন একই সাথে সম্পৃক্ত।

অনেকেই যারা আল্লাহর অধিকার পরিপূর্নভাবে পালন করে, এবং আল্লাহকে খুব ভালবাসে, আল্লাহকে ভয় পায় এবং তার আনুগত্য করে, তারা পরিপূর্ণভাবে না হলেও আংশিকভাবে মানুষের অধিকার ক্ষুন্ন করে।

খুব কম লোক রয়েছে যারা আল্লাহকেও ভালবাসে আবার পাশাপাশি আল্লাহর বান্দার অধিকারও দিয়ে থাকে। রসূলের উম্মতের মধ্যে থেকে যারা এই বিষয়ে সজাগ তাদেরই আসলে রয়েছে পরিপূর্ন তাকওয়া এবং তারাই হচ্ছেন সচেতন ব্যাক্তি। “[জামী, ১ম খন্ড, পৃ. ৪৫৪]

রসূল (সাঃ) এই হাদীসে একটি নির্দিষ্ট আচরণ করার পরামর্শ দিয়েছেন। যা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে একটি ব্যাক্তি তার আচরণ পরিবর্তন করতে পারে এবং নির্ধারণ করতে পারে। সে এই ভালো আচরণ বা কাজগুলো এমন ভাবে চর্চা করতে পারে যে সেই ব্যাক্তি এই ভালো আচরণ এবং চরিত্রে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। সে এই আচরণ এবং চরিত্রে এমনভাবেই অভ্যস্ত হয়ে পড়ে যে এগুলি হয়ে ওঠে তার স্বভাব এবং চরিত্র।

অতএব, একজন ব্যাক্তি তার চরিত্র পাল্টাতে পারে, এবং, সে যদি খারাপ চরিত্রেরও হয়, তাহলেও সে রসূলের এই পারামর্শ অনুসরণ করে তার চরিত্র পরিবর্তনের জন্য কাজ করতে পারে।

যখন রসূল (সাঃ) পাঠানোর উদ্দেশ্য নিয়ে কথা বলা হয়েছে, তখন আল্লাহর রসূল (সাঃ) বলেছেনঃ

“আমাকে পাঠানো হয়েছে উন্নত আচার আচরণ শিক্ষা দেওয়ার জন্য” । [আল-হাকিম]

অর্থাৎ তিনি আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসের সাথে সামাঞ্জস্যপূর্ণ আচার ও আচরণ মানুষকে শিখাতেন।

আরেকটি হাদিসে, আল্লাহর রসূল (সাঃ) বলেন,

> **"যে ব্যাক্তি তার আচরণ ভালো করে তার জন্য আমি জান্নাতের সর্বোচ্চে একটি ঘরের জামিনদার হবো।"[**আবু দাউদ]

অন্য আরেকটি হাদিসে, রসূল (সাঃ) বর্ণনা করেছেন,

> **"তাকওয়া নিজেই একটি উন্নত চরিত্র। অতএব, এটা ধার্মিক হওয়ার অপরিহার্য অঙ্গ। "**

রসূল (সাঃ) বলেন,

> **"তাকওয়া ও ন্যায়পরায়ণতা হল উত্তম চরিত্রের অধিকারী।"** [মুসলিম]

কেয়ামতের দিন আল্লাহর পাল্লার ভার দেখেই বোঝা যাবে যে উত্তম চরিত্র আল্লাহর কাছে কতটা পছন্দনীয়।

আল্লাহর রসূল (সাঃ) বলেন,

> **"আল্লাহর পাল্লায় উত্তম চরিত্রের থেকে ভারি আর কিছুই হবে না। "**[আহমেদ, আবু দাউদ]

একই রকম ধারনা দেয় আরেকটি হাদিসে, রসূল (সাঃ) বলেন, "একজন বিশ্বাসী তার ভালো ব্যাবহারের জন্য তার সমতুল্য হয়ে যায় যে সারাদিন রোজা পালন করে এবং সারা রাত সলাত কায়েম করে। " [আবু দাউদ]

কারো চরিত্র উন্নয়নের উপায় হচ্ছে রসূল (সাঃ)- এর চরিত্রকে উদাহারন স্বরুপ মেনে চলা। একজনের যতটা সম্ভব বিভিন্ন পরিস্থিতে তার (সাঃ) এর চরিত্র আচার আচরণ ব্যাবহার অনুকরন করার চেষ্টা করা উচিৎ। কোন ব্যাক্তি যদি সত্যি এটা করে, তাহলে আস্তে আস্তে সে সর্বোত্তম চরিত্রের দিকে অগ্রসর হবে।

সুত্রঃ "Commentary on the Forty Hadith of al-Nawawi" - Jamaal al-Din M. Zarabozo / ভাবানুবাদ; ফাতিমা বিনতে আযাদ

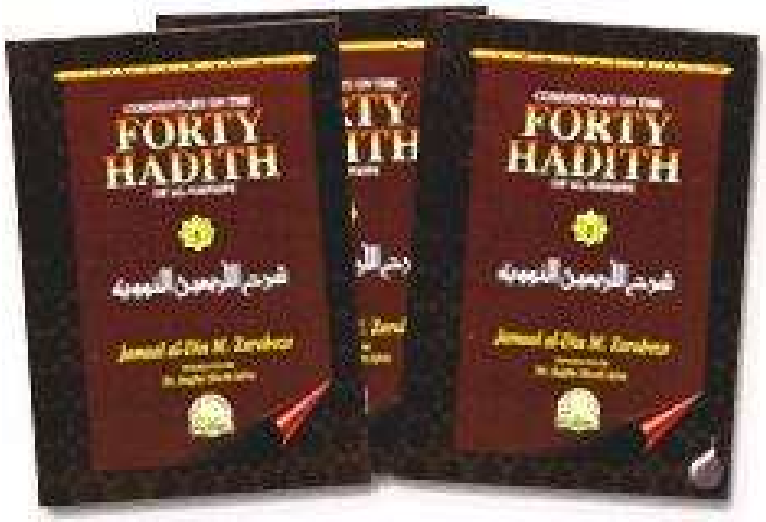

শিক্ষার চাবিকাঠি বই পড়া !

নবী মুহাম্মাদ সা: বলেছেন, 'জ্ঞানার্জন প্রত্যেক মুসলিমের ওপর ফরজ।' (আত তিরমিজি)

সভ্যতা বিনির্মাণে বই পড়ার অভ্যাস একটি মুখ্য ভূমিকা রাখে। ইসলাম আবির্ভাবের পর কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত মুসলিমরা জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রায় সব শাখায় অগ্রগামী ছিল। পরে আত্মতুষ্টি ও অভ্যন্তরীণ দুর্বলতার কারণে তারা ইউরোপ থেকে পিছিয়ে পড়ে।

মুসলিমদের জ্ঞান ও কর্মশক্তি পুনরুজ্জীবনের কেন্দ্রস্থল হওয়া উচিত গৃহ ও পরিবার। মা-বাবাদের এগিয়ে আসতে হবে এবং নিজেদের বাসাকেই বাস্তব জীবনের স্কুল অথবা মাদরাসা হিসেবে তৈরি করতে হবে। নিজেদের প্যারেন্টিংয়ের সর্বপ্রধান কাজ হবে শিশুদের সুশিক্ষা প্রদান ও চরিত্র গঠন।

কিছু সাধারণ প্রশ্ন, যা নির্দেশ করে মা-বাবা কতখানি লক্ষ্য অর্জন করতে পেরেছে-

১। বাসায় কি বুকশেলফ আছে?

২। শিশুদের কি নিজেদের বুকশেলফ আছে?

৩। তাদের কি বিভিন্ন বিষয়ের যথেষ্ট বই আছে?

৪। মা-বাবা কি নিজেরা বই পড়েন?

৫। শিশুদেরকে কি বই পড়তে উৎসাহ দেয়া হয়?

৬। শিশুরা কি তাদের মা-বাবাকে বই পড়তে দেখে?

৭। মা-বাবা কি শিশুদের নিয়ে বই পড়েন এবং সেটি কি প্রায়ই?

৮। শিশুরা বইপড়া কতটা পছন্দ করে?

৯। মা-বাবা কি বই নিয়ে শিশুদের সাথে আলোচনা করেন?

১০। কত দিন পরপর মা-বাবা শিশুদের নিয়ে স্থানীয় লাইব্রেরিতে যান?

১১। মা-বাবা কি নিজ এলাকায় বইয়ের ক্লাব গঠন করতে পারেন?

সুত্রঃ শিশুদেরকে উন্নত মানুষ ও মুসলিম হিসেবে গড়ে তোলা / লেখক : ড. মুহাম্মদ আব্দুল বারী / ভাবানুবাদঃ মীর মুহাম্মাদ আমিনুজ্জামান